بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

খুবই বুদ্ধিমান ও দায়িত্বজ্ঞানশীল ছিলেন, গরীবদের সাহায্য করা, তাদের কাজে আসা এবং নিজের শক্তিকে খোদার পথে ব্যায়ের সৌভাগ্য হয়েছে তার। নামাযে আকুাত-মিনতিকারী ও খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

সেই সকল লোক সৌভাগ্যশালী হন যারা খোদার সন্তুষ্টির জন্য জীবন যাপন করার চেষ্টা করেন।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে তাঁর প্রশংসা সূচক গুণাবলীর অন্তর্গত ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১৮-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, যে মৃতের জানাযা ১০০ জন মুসলমান পড়ে আর তাদের সবাই যদি তার ক্ষমার সুপারিশ করে তাহলে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া আরো একটি হাদীস রয়েছে যে, এক ব্যক্তির মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ যখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, তখন মহানবী (সা.) বলেন যে, জান্নাত তার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি যেহেতু আজকে দু'টো জানাযা পড়াব তাই জানাযা আর দাফন কাফন সংক্রান্ত কিছু হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উদ্বৃতি আর ফিকাহ্ শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু কথাও বর্ণনা করব এবং মরহুমদের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু কথা শোনাব। কিন্তু আজ এই বিষয় সংক্রান্ত হাদীস এবং উদ্বৃতি সমূহ শুনানো সম্ভব নয়। কেননা জামা'তের যে খাদেম বা সেবক এবং বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াকফের প্রতি সুবিচারকারী আর খিলাফতের আনুগত্যকারী ব্যক্তি সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই এবং তার গায়েবানা জানাযা পড়াব, তার জন্য এবং তার সম্পর্কে এত বেশি তথ্য একত্রিত হয়েছে যা মানুষ পাঠিয়েছে তা-ই বর্ণনা করা কঠিন হবে। আর এসব ঘটনা নিজ গুণেই একজন ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তির জন্য, আর একইভাবে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বংশধরদের জন্য এবং পদধিকারীদের জন্য আর জামা'তের সদস্যদের জন্যও বিভিন্নভাবে পথনির্দেশক ও অনুকরণীয় বিষয়। যেমনটি আপনারা জানেন যে, কয়েকদিন পূর্বে হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযীয আহমদ সাহেব (রা.) এর পুত্র মোকাররম মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের ইন্তেকাল হয়, **'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'**। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৭৮ বছর। আকস্মিকভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার কারণে তার ইন্তেকাল হয়। যদিও দীর্ঘদিন থেকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। কিন্তু আকস্মিক কার্ডিয়াক এরেস্ট হয় বা হৃদযন্ত বিকল হয়ে যায় যার ফলে ঘরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

শ্রদ্ধেয় মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রপৌত্র, হযরত মির্যা সুলতান সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সবচেয়ে বড় পুত্র ছিলেন, তার পৌত্র, হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেবের (রা.) সুপুত্র এবং হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। আর একইসাথে তিনি আমার বোনের স্বামীও ছিলেন। তার মাতা সাহেবযাদী নাসিরা বেগম সাহেবা মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন। এই সমস্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক নিজ গুণে উল্লেখের কোন যোগ্যতা রাখে না। এসব আত্মীয়তার সম্পর্ককে যে বিষয়টি উল্লেখের যোগ্য করে তোলে তা হলো তার গুণাবলী যা আমি বর্ণনা করব। তিনি জামা'তের একজন খাদেম বা সেবক ছিলেন, ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন। বিগত দিনগুলোতে দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও আর বড় ভাইয়ের ইন্তেকালে যে প্রভাব পড়েছে তা সত্ত্বেও আমি যখন তাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করি, তিনি সব দায়িত্ব খুবই সুচারুরূপে পালন করেন।

হুজুর (আই.) বলেন, ওয়াকফে জিন্দেগী বা জীবন উৎসর্গকারী হিসেবে তার জীবনের সূচনা ১৯৬২ সনের মে মাসে হয়েছে। তিনি লাহোরের সরকারী কলেজ থেকে পলিটিক্যাল সাইন্স-এ **M. A** পাস করেছেন। এরপর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছেন, সিসিএস এর। তাতে সফলকাম হন এবং উত্তম সাফল্য লাভ করেন। বরং তিনি আমাকে নিজেই বলেছেন যে, আমি এ পরীক্ষা শুধু এ কারণে দিয়েছি কেননা মানুষ বলতো যে, খুবই কঠিন পরীক্ষা হয় আর বড় কষ্টে সাফল্য আসে। আর যেন জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সাফল্য লাভের পর আমি জীবন উৎসর্গ করি যাতে করে কেউ এ কথা বলতে না পারে যে, অন্যত্র কোন জায়গা না পেয়ে এখানে এসে গেছে। এই সাফল্য সত্ত্বেও সরকারী চাকরি করেন নি এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যান নি বরং জীবন উৎসর্গ করেন। আমি যেমনটি বলেছি, ১৯৬২ সনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাকে এ কথাও বলেন যে, জাগতিক শিক্ষা, যা তুমি অর্জন করেছ, এর পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানও অর্জন কর। অতএব তিনি হযরত সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেবের কাছে হাদীস এবং ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৬৪ সনে আমার বোনের সাথে তার নিকাহ্ হয়। মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেব বিয়ে

পড়িয়েছেন। খলীফা সানী (রা.) তখন অসুস্থ ছিলেন। তার তিন পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। দুই পুত্র ওয়াকফে জিন্দেগী। মির্যা ফযল আহমদ সাহেব রাবোয়ায় নাযের তালীম আর মির্যা নাসের ইনাম এখানে যুক্তরাজ্য জামেয়ার প্রিন্সিপাল। আর মির্যা এহসান আহমদ সাহেব আমেরিকায় বসবাস করেন। তিনি যদিও জাগতিক চাকরি করেন কিন্তু সেখানেও জামা'তের কাজ করছেন। ন্যাশনাল মজলিসে আমেলায় তিনি সেক্রেটারী মাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। একইভাবে জলসাগাহ্ এর অফিসার হিসেবেও কাজ করছেন।
হুজুর (আই.) বলেন, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সেবামূলক অবদানের মাঝে একটি হলো তিনি নাযের তালীম হিসেবে খিদমত করেছেন। বেশ কয়েক বছর এডিশনাল নাযের ইসলাহ ইরশাদ মোকামী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। নাযের দিওয়ান হিসেবে কাজ করেছেন বরং যতদিন নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হয় নি ততদিন তিনি নাযের দিওয়ান ছিলেন ১৯৯৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত। এরপর সদর মজলিস কারপরদায হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন ২০১২ থেকে ১৮ পর্যন্ত। মির্যা খুরশীদ সাহেবের ইন্তেকালের পর আমি তাকে নাযেরে আলা ও আমীরে মোকামী এবং সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার সদর নিযুক্ত করি। ইতিপূর্বেও চতুর্থ খিলাফতের সময় তার বেশ কয়েকবার ভারপ্রাপ্ত নাযেরে আলা এবং ভারপ্রাপ্ত আমীরে মোকামী হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। একইভাবে মজলিসে ওয়াকফে জাদীদেরও মেম্বার ছিলেন। আর ২০১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত ওয়াক ফে জাদীদের সদরও ছিলেন। আনসারুল্লাহ্য়ও আমেলার সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন বিভাগের কায়েদের দায়িত্ব তার ওপর ন্যাস্ত ছিল। এছাড়া নায়েব সদর সফে দওম হিসেবেও কাজ করেছেন। এরপর নায়েব সদরও হয়েছেন। এরপর ২০০৪ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত সদর আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তান হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয়েছে। খোদ্দামুল আহমদীয়ায় মোহ্তামীম হিসেবেও বিভিন্ন সালে কাজ করেছেন। এরপর খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযীয়ার নায়েব সদরও ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর হিসেবেও কাজ করেছেন ১৯৭৫ থেকে ৭৯ পর্যন্ত। আর রিভিউ অফ রিলিজিওন্স এর এডিটর হিসেবেও কাজ করেছেন মীর দাউদ আহমদ সাহেবের পরে। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। খিলাফত লাইব্রেরী কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বায়তুল হামদ সোসাইটি রাবওয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ফযলে ওমর ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর ছিলেন। অনুরূপভাবে যতদিন রাবওয়ায় জলসা হয়েছে বেশ কয়েক বছর তিনি সেখানে খিদমত করেন এবং ডিউটি দেন। তিনি নায়েব অফিসার জলসা সালানা এবং নাযেম মেহনত হিসেবে কাজ করতেন। তাবাররুকাত কমিটিরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবীদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত রেজিস্টার কমিটির মেম্বার ছিলেন। মজলিসে ইফতার সদস্যও ছিলেন। তারীখে আহমদীয়াত কমিটির সদস্য ছিলেন। সেক্রেটারী খিলাফত কমিটিও ছিলেন। শিরকাতুল ইসলামিয়ার নিগরান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। নাযারতের পাশাপাশি এই বিভিন্ন কমিটির দায়িত্ব তার ওপর ন্যাস্ত ছিল। আর ১৯৮৯ সনে তার এবং মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেবের এবং আঞ্জুমানের আরো দুই জন কর্মীর '২৯৮ সি' এর অধীনে কয়েকদিন আল্লাহ্ তা'লার পথে বন্দী জীবন কাটানোরও সৌভাগ্য হয়েছে। ২০১০ সনের ২৮ মে লাহোরে যে ঘটনা ঘটেছে, যেখানে বহু আহমদী শাহাদাত বরণ করেছেন, সেখানে নাযেরে আলা তাৎক্ষণিকভাবে যে প্রতিনিধি দল লাহোর জামা'তকে আশ্বস্ত করার জন্য এবং শহীদ পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ ও রোগীদের দেখাশুনার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাদের সেই প্রতিনিধি দলের আমীর ছিলেন মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। শহীদদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ই তিনি লাহোর পৌঁছে যান এবং পরবর্তী প্রায় দুই সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। আর লাহোরের সমস্ত ব্যবস্থাপনা বা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান নিজেই করেন। আর তিনি যখন সেখানে হাসপাতালে ছিলেন, রোগীদের খবরাখবর নিতে গিয়েছিলেন তিনি, তখন সেখানকার গভর্নর সালমান তাসীর সাহেব সেখানে আসেন এবং সহানুভূতি ও সমবেদনা ব্যক্ত করেন। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব তার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন যে, এই হামলার কারণ হলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও শত্রুতামূলক বইপুস্তক ছড়ানো হচ্ছে। আর গভর্নর হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো এদিকে দৃষ্টি দেওয়া। একইভাবে সংখ্যালঘু শ্রেণি সংক্রান্ত প্রাদেশিক মন্ত্রী জাভেদ মাইকেল সাহেব, তিনিও সহানুভূতি ব্যক্ত করার জন্য আসেন। এখানেও বড় বীরত্বের সাথে মন্ত্রী সাহেবকে তিনি বলেন যে, আপনি সমবেদনা জানাতে এসেছেন, এজন্য আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, আমরা কিছুতেই নিজেদেরকে সংখ্যালঘিষ্ট মনে করি না। আমরা মুসলমান। মন্ত্রী মহোদয় তখন বলেন যে, আমি আসলে মানবাধিকার সংক্রান্ত মন্ত্রী, সেই জন্য আমি এসেছি। তিনি তাকে আরো বলেন যে, কেবিনেট বা মন্ত্রি পরিষদে আপনার আওয়াজ উত্তোলন করা উচিত যে, জামা'তের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে, সরকারের উচিত হবে তা বন্ধ করা। ২৯ এবং ৩০ মে তিনি এখানে প্রেস কনফারেন্স বা সংবাদ সম্মেলনও করেন। আর ২ জুন তারিখে এক্সপ্রেস নিউজের লাইভ অনুষ্ঠানে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্কে রাতের ১১টা থেকে ১২টার সম্প্রচারে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া সুইস ন্যাশনাল টিভি, বিবিসি এবং অন্যান্য সার্ভিস, ভয়েস অফ আমেরিকা, সাহারা টিভি, চ্যানেল ফাইভ এবং দুনিয়া টিভি ইত্যাদি সবাইকে তিনি ইন্টারভিউ দেন। এতে তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাদের বলেছিলেন যে, আমরা মুসলমান। আর আমাদের মুসলমান হওয়ার অধিকার আমাদের কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তাঁর এক খুতবায় নিজের একটি স্বপ্ন শুনিয়েছেন। তাতে তিনি তাঁর কথা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি ভাবছিলাম আমার নিজের ব্যস্ততা বাড়ানো উচিত। রাতে স্বপ্নে মিঁয়া আহমদ সাহেবকে দেখি। অর্থাৎ মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবকে দেখেন যিনি সবসময় খুবই ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) বলেন, কুরআন করীম সম্পর্কেও তারই পরামর্শ ছিল যে, তফসীরে সগীরের পিছনে নোট লেখার পরিবর্তে আমি যেন নিজের নতুন অনুবাদ করি। তিনি বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা এই অনুবাদ করার তৌফিক দিয়েছেন আর অনেক বিষয়ের সমাধান তাতে এসেছে। আর এরপর দীর্ঘ স্বপ্ন তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, কীভাবে তিনি বলেন যে, বিয়ে শাদী সম্পর্কে এবং ছেলে মেয়েদের চাকরি সংক্রান্ত কী প্রস্তাবাদি সামনে আসা উচিত। স্বপ্নে মিঁয়া আহমদ সাহেবই খলীফাতুল মসীহ্

রাবে (রাহ.) কে এটি বলেন যে, আপনি এ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন। এক পত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) তাকে লিখেছেন যে, স্নেহের আহমদ সাল্লামাহুল্লাহ্! আসসালামু আলাইকুম। আপনার দুশ্চিন্তামূলক পত্র পেয়েছি। আমি আপনার জন্য বিনয়াবনত দোয়া করছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রকৃতিতে সত্য এবং পুণ্য রেখেছেন। এই দুই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা কখনো ব্যর্থ করেন না। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি দিন এবং হৃদয়ের প্রশান্তিরূপী জান্নাত প্রদান করুন।

তার স্ত্রী আমাতুল কুদ্দুস সাহেবা বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন অসুস্থ ছিলেন প্রত্যেক রাতে সেখানে গিয়ে ডিউটি দিতেন। এটি বিয়ের পূর্বের কথা। একইভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) এর যুগেও খিলাফতের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। হুযূর তার ওপর গভীর আস্থা রাখতেন। আর ১৯৭৪ এ বেশ কিছুকাল তিনি এবং মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব উভয়ে সেখানে অর্থাৎ কাসরে খিলাফতে অবস্থান করেন। আর ঘরে আসার অনুমতি ছিল না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) তাকে একটি বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছেন, আর তা হলো এক ইজতেমার সময় তিনি যখন অনুরোধ করেন যে, হুযূর খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদনামা পড়িয়ে দিন, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) বলেন যে, তুমি পড়াও। অর্থাৎ সদর খোদ্দামুল আহমদীয়াকে বলেন যে, তুমি পড়াও এবং নির্দেশ দিয়ে তার মাধ্যমে আহাদনামা পড়ান এবং নিজে অন্যান্য খোদ্দামের মতো পিছনে দাঁড়িয়ে তার সাথে আহাদনামা পড়েন। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব আর মির্যা খুরশীদ আহমদ সাহেব উভয় সম্পর্কে খলীফা রাবে (রাহ.) বলেছিলেন যে, এরা সব খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত আর আমার প্রতিও বিশ্বস্ত।

এরপর তার স্ত্রী বলেন যে, রাতের নফলে অর্থাৎ তাহাজ্জুদে এতটা আহাজারি বিরাজ করত যে, ঘরে তা প্রতিধ্বনিত হতো। তাতে মহানবী (সা.), মসীহ্ মওউদ (আ.), খলীফায়ে ওয়াক্ত, জামা'ত, পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য দোয়া করতেন। আর তার নফল নামাযে অর্থাৎ তাহাজ্জুদে সূরা ফাতিহার কোন কোন আয়াত বারংবার পুনরাবৃত্তি করতেন বা পড়তেন। কেউ তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপহার দিলেও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হয় উপহার হিসেবে তাকে ফেরত দিতেন বা ঘরে গিয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন বা পত্র লিখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে দায়িত্বই ন্যস্ত করা হতো যতক্ষণ সেই কাজ সমাধা না করতেন স্বস্তিতে বসতেন না। সুগভীর জ্ঞান ছিল এবং স্মৃতি শক্তিও প্রখর ছিল তার। কোন রেওয়ায়েত বা পুরোনো কোন আত্মীয়তার কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে তা তার নখদর্পণে থাকত। সব আয় থেকে প্রথমে চাঁদা দিতেন এরপর তা থেকে খরচ করা হতো।

অনেকেই আমাকে লিখেছে আর আমি নিজেও দেখতাম যে, তারা উভয় ভাই সবসময় একসাথেই থাকতেন। আমার বোন লেখেন যে, মির্যা দাঊদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী বলতেন, আহমদ এবং খুরশীদকে যদি কোথাও একসাথে যেতে দেখি তাহলে আমার মনে হতো যে, কোন জামা'তী বিষয় রয়েছে, যে কারণে তারা একত্রে যাচ্ছেন। সকল সংকটের সময় বীরত্ব এবং সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে কাজ করতেন। আর খিলাফতের আনুগত্য তো ছিলই। এবার এখানে জলসায় এসেছিলেন, তখন দুর্বলতা অনেক ছিল। আমি তাকে বললাম যে, লাঠি ব্যবহার করা আরম্ভ করুন। তখন তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ছড়ি বা লাঠি ব্যবহার করা আরম্ভ করেন যে, এখন তো নির্দেশ হয়ে গেছে তাই ছড়ি বা লাঠি ব্যবহার করতেই হবে। কয়েক বছর পূর্বে আমি বলেছিলাম যে, নাযেরগণ যেন বিভিন্ন জায়গায় ঘরে ঘরে গিয়ে আমার সালাম পৌঁছায়। তখন তার ভাগে সিন্ধু প্রদেশ পড়ে। তার স্ত্রী বলেন যে, যখন ফিরে আসেন তখন খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন যে, এক ঘরের সিড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। ফযলে ওমর হাসপাতালে যখন দেখানো হয় তখন পায়ের ছোট আঙুলের হাড় ফেটে গিয়েছিল। আর অন্য পায়ের গোড়ালিতেও সামান্য ফ্র্যাকচার ছিল বা ফেটে গিয়েছিল এবং আঘাত পেয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনি কি ব্যাথা পেতেন না। তিনি বলেন, ব্যাথা তো অনুভব হতো কিন্তু যেহেতু খলীফায়ে ওয়াক্তের বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ছিল তাই এই ১১ দিন উক্ত কষ্ট বা ব্যাথা সম্পর্কে ভাবি নি এবং নিজ দায়িত্ব শেষ করে এসেছি। তার বড় পুত্র লিখেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) এর হিজরতের পর হুযূরের খুতবার ক্যাসেট সর্বপ্রথম তার কাছে আসতো। আর তিনি বড় যত্ন সহকারে সবাইকে সমবেত করে হুযূরের খুতবা শোনাতেন। এরপর এমটিএ আরম্ভ হওয়ার পরও বিশেষ যত্ন সহকারে খুতবা শোনার ব্যবস্থা নিতেন। এবং এ বিষয়টি নিশ্চিত করতেন যে, ঘরের সবাই যেন খুতবা শোনে। এমনকি ঘরের সেবকবৃন্দ বা বাইরের কর্মচারী যারাই ছিল তাদের খুতবা শোনার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন।

এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) যখন হিজরত করেন তখন তার মা সাহেবযাদী সৈয়্যদা নাসিরা বেগম সাহেবা খুবই অসুস্থ ছিলেন। অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। আর হিজরতের রাতে এমন মনে হচ্ছিল যে, এটি তার মায়ের অন্তিম রাত। কিন্তু তিনি সেখানে জামা'তী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হিজরত সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাই মায়ের কক্ষেও যান নি। আর জামা'তী কাজেই ব্যস্ত থাকেন। অনুরূপভাবে খিলাফতে খামেসার যুগে আমার সাথেও সবসময় আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল ।

মির্যা আনাস আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, সবসময় তিনি প্রথমে আমাকে ক্ষমা করতেন। যখন তাকে নামায পড়তে দেখতাম, তিনি এত বিগলিত চিত্তে নামায পড়তেন যা দেখে আমার ঈর্ষা হতো। খুবই বুদ্ধিমান ও দায়িত্বজ্ঞানশীল ছিলেন। পাঁচ বেলার নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া, গরীবদের সাহায্য করা, তাদের কাজে আসা এবং নিজের শক্তিকে খোদার পথে ব্যায়ের সৌভাগ্য হয়েছে তার। চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেবও এটি লিখেছেন যে, তিনি বিষয়কে ভালোভাবে বুঝতেন এবং সঠিক মতামত ব্যক্ত করতেন।

জামা'তের বই পুস্তক এবং ইতিহাসের সুগভীর জ্ঞান রাখতেন। যখনই সুযোগ আসতো জামা'তের সেবায় অগ্রগামী থাকতেন। বরং স্বয়ং উপস্থিত থেকে কাজ করানোর অভ্যাস ছিল তার। এতীম ও বিধবাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন। খুবই কোমলতা, স্নেহ এবং

ভালোবাসার ভিত্তিতে কাজ নিতেন। দুঃখী এবং সমস্যাকবলিত মানুষ ও অভাবীদের প্রতি যথাসাধ্য সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করতেন। খুবই বিচক্ষণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। খোদা প্রদত্ত এমন দক্ষতা ছিল যে, তৎক্ষণাৎ বিষয়ের গভীরে অবগাহন করতেন। আর তাৎক্ষণিক কাজ সমাধা করার অভ্যাস ছিল।

খিলাফতের সাথেও তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। একবার ইফতা কমিটিতে যাকাতের বিষয়ে কথা চলছিল বা বিতর্ক হচ্ছিল। ইফতা ঘোড়ার যাকাত সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রস্ত ত করে। আমার মনে হয় সেটি এ ক্ষেত্রে যাকাত না হওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট ছিল। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি এবং বলি যে, এটি পুনরায় খতিয়ে দেখুন। আর এ সম্পর্কে ইজতেহাদের প্রয়োজন রয়েছে। অতএব বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয় আর প্রত্যেক বার আলেমদের দীর্ঘ বিতর্ক হতো এবং তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতো না। অবশেষে সদর সাহেব তাকে সেই কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। সেখানেও আলেমরা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে আসে, অর্থাৎ আমি যে কথা বলেছি তার বিরোধী অবস্থান নেয়ার লক্ষ্যে। প্রথমে তিনি কিছুক্ষণ তাদের কথা শুনেন। মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব বলেন যে, এরপর তিনি গভীর প্রতাপান্বিত কণ্ঠে বলেন, খলীফায়ে ওয়াক্ত যেখানে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন সেখানে আমরা কেন ভাবছি যে, এর বিপরীত কিছু হতে পারে। আর সব যুক্তি তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। এটি দেখেন নি যে, কে বড় আলেম বা কে কী বলছে। তিনি বলেন, আহমদীয়াতের ইতিহাস এবং জামা'তী ঘটনাবলী ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি যেন এনসাইক্লোপিডিয়া ছিলেন। তার নায়েব নাযের তালীম ছিলেন একজন, তিনি লিখেন যে, পরিস্থিতির কারণে কোন ছাত্রের বৃত্তি যদি খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে মঞ্জুর না হতো তখন তিনি বলতেন যে, বৃত্তি মঞ্জুর হওয়া বা অন্য কোন খুশির সংবাদ খলীফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে দিবেন। আর যদি অসন্তুষ্টি এবং প্রত্যাখ্যানের সংবাদ হয় তাহলে তা আমাদের পক্ষ থেকে প্রদান করা উচিত।

একইভাবে নাযারতে দিওয়ান থেকে যখন নাযারতে ওলীয়ার দায়িত্ব তাকে দেয়া হয় এবং নাযেরে আলা নিযুক্ত করা হয়, এক কর্মী লিখেন যে, যাওয়ার পূর্বে স্বয়ং আমাদের নাযারতে দিওয়ানের অফিসে দেখা করতে আসেন এবং বলেন যে, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। এই কথা শুনে আমরা আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। আমরা বলি যে, মিয়া সাহেব! আপনি এখানেই থেকে যান নতুবা আমাদেরও সাথে নিয়ে যান। এতে তিনি মুচকি হেসে বলেন যে, আমি কীভাবে সাথে নিয়ে যেতে পারি, আমি তো নিজেই খলীফাতুল মসীহ্‌র নির্দেশে যাচ্ছি। আর এখান থেকে যাওয়ার কয়েক দিন পরই তার প্রভুর নির্দেশে তাঁর কাছে চলে যান। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন যেখানে সবাই নিজ নিজ পালায় যাবে। কিন্তু সৌভাগ্যবান তারা যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন কাটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং সেই পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। আর সব ওয়াকফে জিন্দেগী এবং পদধারীদেরও উচিত যেভাবে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে নিজের ওয়াকফ এর দায়িত্ব এবং নিজের ওপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন সেই পথ অনুসরণ করা। আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও সেই সৌভাগ্য দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এই তৌফিক দিন এবং জামা'তকে ভবিষ্যতেও অনুরূপ পুণ্যবান, নেক এবং আত্মত্যাগের চেতনায় ও বিশ্বস্ততার প্রেরণায় সমৃদ্ধ কর্মী দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা যা আজকে আমি পড়াব তা হলো শ্রদ্ধেয়া দিপানু ফরুখুত সাহেবার। তিনি গত ২৬ জানুয়ারি ৪৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর থেকে সময় মত নামায আদায় করতেন। আর তাহাজ্জুদের প্রতিও যত্নবান ছিলেন এবং কুরআন করীমও তিলাওয়াত করতেন। অথচ খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ২০০৪ সনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর নামায, তিলাওয়াত এবং তাহাজ্জু দে নিয়মিত ছিলেন। তার মাঝে এই চেতনা ছিল যে, মুসলমানদের মাঝে এখন কোন ত্রুটি রয়েছে। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এরপর আহমদী মুসলমান হন। তার ডাক্তার, যিনি অমুসলিম ছিলেন, তিনি বলেন যে, যখন থেকে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হয়েছেন তার হৃদয় নতুনভাবে কাজ করা আরম্ভ করে। ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার হেপাটাইটিস সিও হয়ে যায় কিন্তু বয়আতের পর আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিদর্শনমূলক আরোগ্য দান করেন। তার এই নিদর্শনমূলক আরোগ্যের কথা নিজ পরিবারের লোকদেরকে তিনি প্রায়শ শোনাতেন। সবসময় অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি মাগফিরাত এবং করুণার আচরণ করুন। আর তার যে সমস্ত ইচ্ছা এবং বাসনা ছিল যে, তার পরিবার যেন আহমদী মুসলমান হয়ে যায়, আল্লাহ্ তা'লা তার সেই বাসনা এবং দোয়া গ্রহণ করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba) Bangla, 9th February, 2018

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, piran para, 731243, Birbhum, W.B